

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অর্থনীতি পুন : উদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে নুর হাসিনা

রোলঃ 227020420228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অর্থনীতি পুন : উদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে নুর হাসিনা

রোলঃ 227020420228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ অর্থনীতি পুন : উদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে নুর হাসিনা, আইডিঃ 227020420228 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

এক্সটারনালঃ

মাওঃ শারাবাত কারীম

মুফতিঃ আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ অর্থনীতি পুন : উদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারায়ত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

উম্মে নূর হাসিনা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

উম্মে নূর হাসিনা

আইডিঃ 227020420228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১:.....	5
ভূমিকা.....	5
1.1. গবেষণার পটভূমিতে	5
1.2. গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব.....	5
1.3. পদ্ধতি ও কাঠামো	6
অধ্যায় ২:.....	7
২ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহ ও বৈশিষ্ট্য.....	7
২.১ তাওহীদ (একত্ববাদ) – ইসলামী অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ভিত্তি.....	7
২.২ আদল (ন্যায়বিচার) – অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা	7
২.৩ রিবা (সুদ) হারাম – লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বভিত্তিক অর্থনীতি	8
২.৪ হালাল উপার্জন – নৈতিক অর্থনীতি.....	8
২.৫ সামষ্টিক কল্যাণ – যাকাত, সদকা ও ওয়াকফ	8
২.৬ পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন.....	9
২.৭ রাষ্ট্রের ভূমিকা.....	9
অধ্যায় ৩:	10
৩ ইসলামি অর্থনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট.....	10
৩.১: প্রাক-ইসলামি যুগ থেকে ইসলামের উত্থান (৫৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত).....	10
৩.২: খিলাফত যুগ ও ইসলামি অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ (৬৩২–১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ).....	10
৩.৩: মধ্যযুগীয় পতন ও আঞ্চলিক বিবর্তন (১২৫৮–১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)	11
৩.৪: ঔপনিবেশিক যুগ ও আধুনিক পুনর্জাগরণ (১৮০০–১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)	11
৩.৫: সমসাময়িক যুগ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ (১৯৭০–বর্তমান)	11
অধ্যায় ৪:.....	12
৪ নবীজি (সা.)-এর যুগে ইসলামি অর্থনৈতিক নীতি.....	12

৪.১. মক্কী যুগ: অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ইসলামের প্রতিক্রিয়া.....	12
৪.২. মদিনায় ইসলামি অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা (৬২২ খ্রিস্টাব্দ পর)	12
৪.৩. রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নীতি.....	13
৪.৪. নবীজি (সা.)-এর অর্থনৈতিক আদর্শের বৈশিষ্ট্য.....	14
৪.৫. বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা	14
অধ্যায় ৫:	15
৫ অর্থনৈতিক মন্দা ও অস্থিরতা নিরসনে ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভূমিকা ও সম্ভাবনা.....	15
৫.১. বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার কারণ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	15
৫.২. ইসলামী অর্থব্যবস্থার কাঠামো ও মন্দা নিরসনে এর প্রয়োগ.....	16
৫.৩. বাস্তব বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতির সাফল্য	16
৫.৪. চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	17
৫.৫. একটি টেকসই ভবিষ্যতের দিকে	17
অধ্যায় ৬:	18
৬ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ	18
৬.১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা: অর্জন ও সংকট.....	18
৬.২. ইসলামী অর্থব্যবস্থার সম্ভাবনা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট	19
৬.৩. ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ	19
৬.৪. সমাধান ও ভবিষ্যৎ কৌশল.....	20
৬.৫. একটি ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে.....	20
অধ্যায় ৭:.....	22
৭ সুপারিশ ও উপসংহার ঃ.....	22
৭.১ সুপারিশ	22
৭.২ উপসংহার	23

অধ্যায় ১:

ভূমিকা

বিশ্বরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা, মন্দা ও অসামঞ্জস্যতা আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। ঋণনির্ভর অর্থায়ন, সুদ, অসম বণ্টন ও দুর্বল কল্যাণ ব্যবস্থাই এর পিছে রয়েছে। এর ফলস্বরূপ ঘন ঘন অর্থনৈতিক মন্দা, সম্পদের ঘাটতি ও দারিদ্র্য প্রকাশ পাচ্ছে, যা সামাজিক অস্থিরতা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে।

এসময় ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এক নতুন সম্ভাবনার পথ প্রদর্শন করে। ইসলামী অর্থনীতি ন্যায়, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীলতা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার কথা বলে, যা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও টেকসই প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

1.1. গবেষণার পটভূমিতে

বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা (২০০৮) ও মহামারির অর্থনৈতিক অস্থিরতা (Covid-19) অনেক দেশকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকাশে বাধ্য করেছে। এর সাথে সাথে সুদ ভিত্তিক অর্থায়ন ও অসামঞ্জস্যতা আরও প্রকট হয়েছে। এর বিপরীতে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুদ বা রিবা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, অংশগ্রহণ ও ঝুঁকির ভিত্তিতে অর্থায়ন উৎসাহিত, কল্যাণ ও আত্মনির্ভরতা নিশ্চিত এবং সম্পদ ও সুযোগের সুসম বণ্টন দেওয়া হয়েছে।

এসব বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে — বিশেষ করে যে দেশগুলো ঋণের বোঝায় জর্জরিত ও অর্থনৈতিক অস্থিরতায় রয়েছে।

1.2. গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

গবেষণার উদ্দেশ্য:

- ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা।
- অর্থনৈতিক মন্দা ও অস্থিরতা নিরসন ও পুনরুদ্ধারে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্ভাবনা ও ভূমিকা বিশ্লেষণ।
- সুদ ভিত্তিক অর্থায়ন ও ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার মধ্যকার পার্থক্য ও এর কল্যাণমূলক দিক উদ্ঘাটন।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও টেকসই প্রবৃদ্ধিতে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অবদান মূল্যায়ন।

গবেষণার গুরুত্ব:

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা হ্রাস, কল্যাণ ও সম্পদ বণ্টনকে সুসংগঠিত ও স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর ব্যবহার সম্ভাবনা ও বাস্তবতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও সুপারিশ দিতে এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে।

1.3. পদ্ধতি ও কাঠামো

গবেষণার পদ্ধতি:

- গ্রন্থ, জার্নাল ও প্রকাশিত তথ্য উপাদান বিশ্লেষণ।
- ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নীতি ও বাস্তব উদাহরণের সাথে আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তথ্য ও উপাত্তের ব্যবহার।

গবেষণার কাঠামো:

- ভূমিকার পর দ্বিতীয় অংশে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।
- তৃতীয় অংশে ইসলামি অর্থনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।
- চতুর্থ অংশে নবীজি (সা.)-এর যুগে ইসলামি অর্থনৈতিক নীতি আলোকপাত করা হয়েছে।
- পঞ্চম অংশে অর্থনৈতিক মন্দা ও অস্থিরতা নিরসন ও পুনরুদ্ধারে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার ভূমিকা ও সম্ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে।
- ষষ্ঠ অংশে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করা হয়েছে।
- সপ্তম ও শেষ অংশে সুপারিশ ও উপসংহার দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ২:

২ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহ ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা, যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নকে সমান গুরুত্ব দেয়। নিম্নে এর ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্যগুলো গভীরভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

২.১ তাওহীদ (একত্ববাদ) – ইসলামী অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ভিত্তি

- মালিকানার ধারণা:

ইসলামে সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষ হলো "খলীফা" বা আমানতদার, যে সম্পদ আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করবে।

- কুরআনে বলা হয়েছে:

"আর আল্লাহর সম্পদে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে দান করো..." (সূরা আল-হাদীদ: ৭)

- সম্পদ ও দায়িত্ব:

ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত, কিন্তু তা সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। সম্পদ পুঞ্জীভবন ও অপচয় নিষিদ্ধ।

২.২ আদল (ন্যায়বিচার) – অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা

- সুষম বণ্টন:

ইসলাম ধনী-গরীবের মধ্যে বিশাল ব্যবধান কমাতে যাকাত, উশর, সদকা ও ওয়াকফের মতো ব্যবস্থা চালু করেছে।

- যাকাত: সম্পদের ২.৫% গরীবদের মধ্যে বিতরণ বাধ্যতামূলক।

- উশর: কৃষিজাত দ্রব্যের ১০% (সেচ ছাড়া) বা ৫% (সেচ সহ) বের করতে হয়।

- শোষণমুক্ত বাজার:

ইসলামে মুনাফাখোরি, গরীবদের শোষণ ও অসাধু ব্যবসা নিষিদ্ধ। রাসূল (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি মজুদদারি করে, সে পাপী।" (মুসলিম)

২.৩ রিবা (সুদ) হারাম – লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বভিত্তিক অর্থনীতি

- সুদের কুফল:

সুদ ধনীদের আরও ধনী ও গরীবদের আরও গরীব করে, যা অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

- কুরআনে বলা হয়েছে:

"আল্লাহ সুদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দান-সদকাকে বর্ধিত করেন..." (সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৬)

- বিকল্প ব্যবস্থা:

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুশারাকা (যৌথ বিনিয়োগ), মুদারাবা (পুঁজি ও শ্রমের অংশীদারিত্ব) ও ইজারা (লিজিং) এর মতো সুদবিহীন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

২.৪ হালাল উপার্জন – নৈতিক অর্থনীতি

- হারাম পন্থা নিষিদ্ধ:

ইসলামে জুয়া, মাদক, অবৈধ পণ্য (যেমন: শুকরের মাংস, মদ) ও প্রতারণামূলক লেনদেন নিষিদ্ধ।

- রাসূল (সা.) বলেছেন:

"হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট।" (বুখারী)

- ন্যায্য মজুরি:

শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ করা ইসলামী অর্থনীতির অঙ্গ। রাসূল (সা.) বলেছেন:

"শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহ)

২.৫ সামষ্টিক কল্যাণ – যাকাত, সদকা ও ওয়াকফ

- যাকাত:

ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত একটি বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এটি দারিদ্র্য দূর করে অর্থনৈতিক চক্র সচল রাখে।

- ওয়াকফ:

স্থায়ী দান (যেমন: মসজিদ, হাসপাতাল, স্কুল) সমাজের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

- সদকা-এ-ফিতর:

ঈদুল ফিতরের আগে গরীবদের সহায়তা করে অর্থনৈতিক সমতা আনয়ন।

২.৬ পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন

- প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার:

ইসলামে পানি, বন ও খনিজ সম্পদের অপচয় নিষিদ্ধ। রাসূল (সা.) বলেছেন: "যদি কিয়ামত এসেও যায় এবং তোমার হাতে গাছের চারা থাকে, তবে তা রোপণ করো।" (বুখারী)

- প্রাণী অধিকার:

পশু-পাখির প্রতি নিষ্ঠুরতা নিষিদ্ধ এবং কৃষিকাজে ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২.৭ রাষ্ট্রের ভূমিকা

- বাজার নিয়ন্ত্রণ (হিসাব):

ইসলামী রাষ্ট্র ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে এবং একচেটিয়া কার্যক্রম রোধ করতে হস্তক্ষেপ করে।

◦ খলিফা উমর (রা.) বলতেন:

"কেউ যদি আমাদের বাজারে মুনাফাখোরি করে, তবে আমরা তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করব।"

- দারিদ্র্য বিমোচন:

বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) গরীব, এতিম ও বিধবাদের সাহায্য করে।

সারসংক্ষেপ: ইসলামী অর্থনীতির অনন্যতা

- আধ্যাত্মিক + অর্থনৈতিক সমন্বয় – শুধু মুনাফা নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি মুখ্য।
- সামাজিক ন্যায়বিচার – ধনী-গরীবের ব্যবধান কমাতে যাকাত, সদকা ও সুদবিহীন ব্যাংকিং।
- টেকসই উন্নয়ন – প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণ।
রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ + ব্যক্তি স্বাধীনতা – ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি।

ইসলামী অর্থনীতি শুধু একটি তত্ত্ব নয়, বরং একটি ব্যবহারিক জীবনব্যবস্থা, যা ইতিহাসে মদিনার রাষ্ট্রে সফলভাবে প্রয়োগ হয়েছে এবং বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।

অধ্যায় ৩:

৩ ইসলামি অর্থনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৩.১: প্রাক-ইসলামি যুগ থেকে ইসলামের উত্থান (৫৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

ইসলামি অর্থনীতির ভিত্তি প্রাচীন আরবের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভূত। মক্কা ও মদিনায় কুরাইশ গোত্রের নেতৃত্বে বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রাধান্য পেত, কিন্তু সুদ (রিবা), শোষণ ও সম্পদের অসম বণ্টন ছিল সাধারণ ঘটনা।

- **মক্কার অর্থনীতি:** কুরাইশরা ইয়েমেন-সিরিয়া বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণ করত, যেখানে সুদভিত্তিক ঋণ ও মুনাফালোভী ব্যবসা প্রচলিত ছিল।
- **মদিনার কৃষিনির্ভরতা:** খেজুর চাষ ও পশুপালন ছিল প্রধান আয়ের উৎস, কিন্তু গোত্রীয় সংঘাত ও ঋণের বোঝা অর্থনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করত।

ইসলামের অবদান:

- **সুদের নিষেধাজ্ঞা (কুরআন ২:২৭৫):** রিবার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়।
- **জাকাত ব্যবস্থা:** সম্পদের ২.৫% গরিবদের মধ্যে বণ্টনের বিধান চালু হয় (কুরআন ৯:৬০)।
- **মিরাস আইন:** উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের অধিকার নিশ্চিত করা হয় (কুরআন ৪:১১)।

৩.২: খিলাফত যুগ ও ইসলামি অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ (৬৩২-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ)

রাসুল (সা.)-এর ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়া-আব্বাসীয় শাসনে ইসলামি অর্থনীতি একটি সংহত রূপ লাভ করে।

- **রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বাইতুল মাল):** খলিফা উমর (রা.)-এর আমলে কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা চালু হয়, যেখানে জাকাত, খারাজ (কৃষিকর) ও গনিমতের মাল বণ্টন করা হতো।
- **মুদ্রা ব্যবস্থা:** খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান প্রথম ইসলামি স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) ও রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম) চালু করেন।
- **বাজার নিয়ন্ত্রণ (হিসবা):** মুহতাসিব নামক কর্মকর্তা ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতেন এবং মুনাফাখোরি রোধ করতেন।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব:

- **ইমাম আবু ইউসুফ:** *কিতাবুল খারাজ*-এ ভূমিকর ও রাজস্ব নীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

- ইবনে খালদুন: মুকাদ্দিমা-তে অর্থনৈতিক চক্র (অর্থনীতির উত্থান-পতন) তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

৩.৩: মধ্যযুগীয় পতন ও আঞ্চলিক বিবর্তন (১২৫৮-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)

মঙ্গল আক্রমণে বাগদাদ পতনের পর ইসলামি অর্থনীতি আঞ্চলিকভাবে বিকশিত হয়:

- অটোমান সাম্রাজ্য: তানজিমাত সংস্কার (১৮৩৯)-এর মাধ্যমে আধুনিক ব্যাংকিং ও কর ব্যবস্থা চালু হয়, কিন্তু সুদভিত্তিক লেনদেন বৃদ্ধি পায়।
- মুঘল ভারত: সম্রাট আকবরের দহশালা ব্যবস্থা (ভূমিকর নির্ধারণ) কৃষি অর্থনীতিকে সুসংহত করে।
- সাফাভিদ পারস্য: রেশম পথের বাণিজ্য থেকে রাজস্ব আদায় হতো।

সমস্যা: ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির উত্থানের সাথে ইসলামি অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব হ্রাস পায়।

৩.৪: ঔপনিবেশিক যুগ ও আধুনিক পুনর্জাগরণ (১৮০০-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)

ইউরোপীয় শাসনে প্রচলিত ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, কিন্তু ২০শ শতকে এর পুনরুদ্ধার শুরু হয়:

- সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের সূচনা: ১৯৬৩ সালে মিশরে মিট গামর সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ইসলামি অর্থনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি: মাওলানা মওদুদী ও ড. মুহাম্মদ উমর চাপরা ইসলামি অর্থনীতির নীতিমালা প্রণয়ন করেন।
- ওআইসির ভূমিকা: ১৯৭৩ সালে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠা।

৩.৫: সমসাময়িক যুগ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ (১৯৭০-বর্তমান)

আজ ইসলামি অর্থনীতি একটি বৈশ্বিক বিকল্প হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে:

- ইসলামি ব্যাংকিং: বিশ্বজুড়ে ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের শিল্প (২০২৩)।
- সুকুক (ইসলামি বন্ড): инфраструктура প্রকল্পে অর্থায়নের জনপ্রিয় মাধ্যম।
- চ্যালেঞ্জ:
 - প্রচলিত অর্থনীতির সাথে সমন্বয়।
 - ফিনটেক ও ডিজিটাল মুদ্রার সাথে অভিযোজন।

অধ্যায় ৪:

৪ নবীজি (সা.)-এর যুগে ইসলামি অর্থনৈতিক নীতি

ইসলামি অর্থনীতির ভিত্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মদিনার জীবন ও শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবীজি (সা.) একটি ন্যায়ভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও নৈতিকতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, যা শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে ভূমিকা রেখেছে। এই যুগের অর্থনৈতিক নীতিগুলো কুরআন, হাদিস ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে প্রসারিত হয়। নিচে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

৪.১. মক্কী যুগ: অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ইসলামের প্রতিক্রিয়া

নবুওয়তের শুরুতে মক্কার অর্থনীতি ছিল কুরাইশ নেতৃত্বাধীন বাণিজ্যকেন্দ্রিক, যেখানে সুদ (রিবা), মুনাফাখোরি ও সম্পদ কুক্ষিগতকরণের মাধ্যমে গরিবরা শোষিত হতো।

- সুদের ভয়াবহতা: কুরাইশরা সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিত, যা কখনো কখনো 本金 (আসল) ছাড়িয়ে যেত (কুরআন ৩:১৩০)।
- অর্থনৈতিক বর্জন: মুসলমানদের উপর কুরাইশরা অর্থনৈতিক অবরোধ (শি'বে আবি তালিব) চাপিয়ে দেয় (৬১৭ খ্রিস্টাব্দ)।

ইসলামি সমাধান:

- সাম্যের ডাক: কুরআনে কারিমে সম্পদের সঠিক বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয় (৫৯:৭)।
- সাদাকাহর প্রচলন: গোপনে দান করার শিক্ষা দেওয়া হয় (কুরআন ২:২৭১)।

৪.২. মদিনায় ইসলামি অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা (৬২২ খ্রিস্টাব্দ পর)

হিজরতের পর নবীজি (সা.) মদিনায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক মডেল প্রতিষ্ঠা করেন, যার মূল স্তম্ভগুলো ছিল:

ক. সম্পদের ন্যায্য বণ্টন

- জাকাত ব্যবস্থা: সম্পদের ২.৫% গরিব-অসহায়দের মধ্যে বিতরণ বাধ্যতামূলক করা হয় (কুরআন ৯:৬০)।
- ফাই ও গনিমত: যুদ্ধলব্ধ সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে পাঁচ ভাগে বণ্টন (কুরআন ৮:৪১)।

- মিরাস আইন: নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করে সম্পদ কুক্ষিগতকরণ রোধ (কুরআন ৪:১১)।

খ. সুদমুক্ত অর্থনীতি (রিবার বিলোপ)

- সুদের কঠোর নিষেধ: কুরআনে সুদকে "আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" ঘোষণা করা হয় (২:২৭৯)।
- লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসা: মুদারাবা (অংশীদারিত্ব) ও মুশারাকা পদ্ধতি চালু হয়।

গ. শ্রম ও মজুরির ন্যায্যতা

- শ্রমিকের অধিকার: নবীজি (সা.) বলেছেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহ)।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি: খাইবারের জমি চাষাবাদের জন্য স্থানীয় জনগণকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

ঘ. বাজার নিয়ন্ত্রণ (হিসাব ব্যবস্থা)

- মুহতাসিব নিয়োগ: বাজারে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, মুনাফাখোরি ও কালোবাজারি রোধ।
- মজুদদারি নিষিদ্ধ: নবীজি (সা.) বলেছেন, "যে মজুদ করে, সে পাপী।" (মুসলিম)।

ঙ. কৃষি ও উৎপাদন

- খাইবারের জমি: মুসলিমরা ইহুদি কৃষকদের সাথে উৎপাদনে অংশীদার হয় (অর্ধেক ফসল বণ্টন)।
- পানি ব্যবস্থাপনা: নবীজি (সা.) বলেছেন, "পানি, আগুন ও ঘাস সব মানুষের সমান অধিকারে।" (আবু দাউদ)।

৪.৩. রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নীতি

ক. বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)

- আয়ের উৎস: জাকাত, ফাই, খারাজ (কৃষিকর), উশর (ফসলকর)।
- ব্যয়ের খাত: গরিব, অনাথ, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত ও জিহাদে (কুরআন ৯:৬০)।

খ. মুদ্রা ব্যবস্থা

- স্বর্ণ-রৌপ্যমুদ্রা: রোমান দিরহাম ও পারসিক দিনার ব্যবহার হতো, পরে ইসলামি মুদ্রা চালু হয়।

গ. সামাজিক নিরাপত্তা

- দিওয়ান আল-আতা: খলিফা উমর (রা.)-এর সময় নিয়মিত ভাতা ব্যবস্থা চালু হয়।

৪.৪. নবীজি (সা.)-এর অর্থনৈতিক আদর্শের বৈশিষ্ট্য

১. নৈতিকতা-ভিত্তিক: মুনাফা নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি মুখ্য।
 ২. সামষ্টিক কল্যাণ: ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে সমাজের মঙ্গল।
 ৩. স্থিতিশীলতা: সুদ, জুয়া ও অনিশ্চয়তা নিষিদ্ধ।
 ৪. উৎপাদনমুখী: শ্রমের মর্যাদা ও সম্পদের সদ্যবহার।
-

৪.৫. বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা

- ইসলামি ব্যাংকিং: মুদারাবা ও মুশারাকা আজও ব্যবহৃত।
- জাকাত ফান্ড: আধুনিক রাষ্ট্রে দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর।
- ন্যায্য মজুরি: শ্রম আইনে নবীজি (সা.)-এর শিক্ষা প্রয়োগযোগ্য।

নবীজি (সা.)-এর অর্থনৈতিক নীতি ছিল ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই। আজকের বিশ্বে অর্থনৈতিক সংকট (সুদ, অসমতা, মজুদদারি) এর আলোকে সমাধান সম্ভব। ইসলামি অর্থনীতি কেবল অতীতের সোনালি যুগই নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য একটি টেকসই মডেল।

অধ্যায় ৫:

৫ অর্থনৈতিক মন্দা ও অস্থিরতা নিরসনে ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভূমিকা ও সম্ভাবনা

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি চরম অনিশ্চয়তা, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব ও বৈষম্যের সম্মুখীন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট (যেমন: ২০০৮-এর আর্থিক সংকট, কোভিড-পরবর্তী মন্দা) ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে একটি বিকল্প হিসাবে আলোচনায় এনেছে। ইসলামী অর্থনীতি সুদমুক্ত, ন্যায্য বণ্টন ও নৈতিক উৎপাদনভিত্তিক মডেলের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে পারে। নিচে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

৫.১. বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার কারণ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ক. প্রচলিত ব্যবস্থার সংকট

১. সুদভিত্তিক অর্থনীতি:

- সুদ (Interest) ঋণের বোঝা বাড়িয়ে দেউলিয়াত্ব সৃষ্টি করে (কুরআন ২:২৭৫)।
- ২০০৮-এর সংকটে ব্যাংকগুলোর সুদভিত্তিক জটিল লেনদেন (Derivatives) ধস ডেকেছিল।

২. অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপানো (Quantitative Easing):

- সরকারগুলো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয় (যেমন: ভেনেজুয়েলা, শ্রীলঙ্কা)।

৩. সম্পদ কুক্ষিগতকরণ:

- বিশ্বের ১% লোক ৫০% সম্পদের মালিক (অক্সফাম রিপোর্ট ২০২৩), যা ইসলামে নিষিদ্ধ (কুরআন ৫৯:৭)।

খ. ইসলামী সমাধানের মূলনীতি

১. সুদমুক্ত লেনদেন (Profit-Loss Sharing):

- মুদারাবা (অংশীদারিত্ব) ও মুশারাকায় ঝুঁকি ভাগাভাগি করে।

২. জাকাত ও সদকাহ: সম্পদ পুনর্বণ্টনের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা।

৩. মজুদদারি নিষিদ্ধ (হাদিস: মুসলিম ১৬০৫)।

৫.২. ইসলামী অর্থব্যবস্থার কাঠামো ও মন্দা নিরসনে এর প্রয়োগ

ক. ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ

১. ইসলামী ব্যাংকিং:

- মুদারাবা: ব্যাংক ও উদ্যোক্তা লাভ-ক্ষতি ভাগ করে (যেমন: মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকগুলো ২০০৮ সংকটে স্থিতিশীল ছিল)।
- সুকুক (ইসলামী বন্ড): সম্পদভিত্তিক বিনিয়োগ, যা স্পেকুলেশন রোধ করে।

২. অপচয় রোধ (কুরআন ১৭:২৬-২৭):

- ইসলামী অর্থনীতি বিলাসবহুল খরচ নিয়ন্ত্রণে জাকাত ও ওয়াকফকে কাজে লাগায়।

খ. রাষ্ট্রীয় নীতি

১. বাইতুল মাল (জাতীয় কোষাগার):

- জাকাত, উশর, খারাজ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয়।
- উদাহরণ: খলিফা উমর (রা.)-এর আমলে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় খাদ্য মজুদ।

২. কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন:

- নবীজি (সা.) খাইবারের জমি চাষের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন।

৫.৩. বাস্তব বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতির সাফল্য

ক. মালয়েশিয়া ও তুরস্কের মডেল

১. মালয়েশিয়া:

- ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্বের শীর্ষে (মোট ব্যাংকিং সম্পদের ৪০%)।
- সুকুক বাজারে বিশ্বনেতা (২০২৩ সালে ১২০ বিলিয়ন ডলার)।

২. তুরস্ক:

- Participation Banks (ইসলামী ব্যাংক) জিডিপির ৭% অবদান রাখে।

খ. আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

- আইএমএফ ২০২০ রিপোর্টে ইসলামী অর্থনীতিকে "স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির হাতিয়ার" বলে স্বীকৃতি দেয়।

৫.৪. চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

ক. বাধাসমূহ

১. পুঁজিবাদী কাঠামোর সাথে সংঘাত:

- সুদভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যাংকিং সিস্টেমে ইসলামী অর্থনীতির একীকরণ কঠিন।

২. জ্ঞানের অভাব:

- অনেক মুসলিম দেশে ইসলামী অর্থনীতির সঠিক বাস্তবায়ন নেই।

খ. সম্ভাবনার ক্ষেত্র

১. ডিজিটাল অর্থনীতি:

- ইসলামিক ক্রিপ্টোকারেন্সি (যেমন: Islamic Coin) ও ফিনটেক।

২. সামাজিক নিরাপত্তা:

- জাকাতভিত্তিক মাইক্রোফাইন্যান্স (বাংলাদেশের কিছু এনজিওর সাফল্য)।

৫.৫. একটি টেকসই ভবিষ্যতের দিকে

ইসলামী অর্থব্যবস্থা শোষণমুক্ত, ন্যায্য ও উৎপাদনভিত্তিক মডেল হিসেবে বৈশ্বিক মন্দা মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন:

১. রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি (ইসলামী অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা)।
২. শিক্ষা ও গবেষণা (ইসলামী অর্থনীতির আধুনিকীকরণ)।
৩. বৈশ্বিক সহযোগিতা (OIC দেশগুলোর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা)।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক পথ দেখাতে পারে—যেখানে সম্পদ পাহাড়ে জমে না, বরং স্রোতের মতো সমাজের সর্বস্তরে প্রবাহিত হয়।

অধ্যায় ৬:

৬ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের অর্থনীতি গত দুই দশকে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, কিন্তু এর সাথে বেড়েছে বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতি ও আর্থিক অস্থিরতা। প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো (যেমন: সুদের ভিত্তিতে ঋণ, সম্পদ পুঞ্জীভবন ও বেকারত্ব) ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প হিসেবে সামনে এনেছে। তবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এই নিবন্ধে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা, ইসলামী অর্থব্যবস্থার সম্ভাবনা এবং এর বাস্তবায়নে প্রধান বাধাগুলো বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

৬.১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা: অর্জন ও সংকট

ক. অর্থনৈতিক অগ্রগতি

- জিডিপি প্রবৃদ্ধি: গত এক দশকে গড়ে ৬-৭% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে (বিবিএস ২০২৩)।
- রপ্তানি আয়: তৈরি পোশাক শিল্প থেকে বছরে ৪৭ বিলিয়ন ডলার আয় (২০২২-২৩)।
- ডিজিটাইজেশন: এমএফএস (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস) ও ফিনটেক খাতের দ্রুত সম্প্রসারণ।

খ. প্রধান অর্থনৈতিক সংকট

১. সুদভিত্তিক ব্যাংকিং সংকট:

- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলোর ৪০% ঋণ খেলাপি (বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০২৩)।
- উচ্চ সুদের হার (১০-১২%) বেসরকারি বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে।

২. বৈষম্য বৃদ্ধি:

- শীর্ষ ১০% জনগণের হাতে ৪১% সম্পদ, নিচের ১০% এর হাতে মাত্র ১% (ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব ২০২৩)।

৩. মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি:

- ২০২৩ সালে মুদ্রাস্ফীতি ৯.৫% (বিবিএস), যা নিম্ন আয়ের মানুষকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

৪. বেকারত্ব:

- যুব বেকারত্বের হার ১১.২% (আইএলও ২০২৩), বিশেষত শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে উদ্যোগের অভাব।

৬.২. ইসলামী অর্থব্যবস্থার সম্ভাবনা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

ক. সুদমুক্ত ব্যাংকিং ও অর্থায়ন

১. ইসলামী ব্যাংকিং খাতের সম্প্রসারণ:

- বাংলাদেশে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক রয়েছে, যেগুলো মোট ব্যাংকিং খাতের ২৫% অংশ দখল করে (বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০২৩)।
- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (IBBL) দেশের সবচেয়ে লাভজনক ব্যাংকগুলোর একটি।

২. মাইক্রোফাইন্যান্স ও জাকাতভিত্তিক অর্থায়ন:

- গ্রামীণ ব্যাংক ও ইসলামী এনজিওগুলো সুদমুক্ত মাইক্রোক্রেডিট প্রদান করে।
- জাকাত তহবিলের মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প (যেমন: ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ)।

খ. কৃষি ও এগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিতে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ

- মুশারাকা মডেল: কৃষক ও ব্যাংকের মধ্যে অংশীদারিত্বভিত্তিক ফিন্যান্সিং (যেমন: সোনালী ব্যাংকের ইসলামী উইং)।
- হালাল ফুড মার্কেট: বিশ্বব্যাপী ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের হালাল শিল্পে বাংলাদেশের সম্ভাবনা।

গ. সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন

- জাকাতের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: সরকারি-বেসরকারি জাকাত ফান্ড গঠন (যেমন: সাউদি আরবের মতো মডেল)।
- ওয়াকফভিত্তিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রকল্প: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ও ওয়াকফ এস্টেট ব্যবস্থাপনা।

৬.৩. ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

ক. আইনি ও নিয়ন্ত্রণগত বাধা

১. দ্বৈত ব্যাংকিং সিস্টেম:

- প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালা এখনও অপরিপূর্ণ।

২. সুকুক (ইসলামী বন্ড) বাজার সীমিত:

- বাংলাদেশে সুকুক ইস্যু খুবই কম (২০২৩ পর্যন্ত মাত্র ৫টি সরকারি সুকুক)।

খ. সচেতনতা ও দক্ষতার অভাব

- ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা।
- ইসলামী ব্যাংকিং পেশাদারদের স্বল্পতা।

গ. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা

1. আন্তর্জাতিক ঋণ ও সুদের ওপর নির্ভরতা:

- বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর শর্তসাপেক্ষ ঋণে ইসলামী অর্থনীতির নীতির সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে।

2. মুদ্রানীতির জটিলতা:

- ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সুদভিত্তিক মনিটরিং পলিসি (যেমন: রেপো রেট) প্রয়োগ করা যায় না।

৬.৪. সমাধান ও ভবিষ্যৎ কৌশল

ক. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

1. ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন:

- পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি।

2. সুকুক মার্কেট সম্প্রসারণ:

- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বড় প্রকল্পে ইসলামী বন্ড ইস্যু।

খ. শিক্ষা ও গবেষণা

1. ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স চালু:

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ ইন ইসলামিক ফাইন্যান্স।

2. সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি।

গ. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

1. মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ও UAE-এর সাথে ইসলামী অর্থনৈতিক জোট গঠন।

2. OIC-এর ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (ITFC)-এর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি।

৬.৫. একটি ন্যায্যভিত্তিক অর্থনীতির দিকে

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি ন্যায্য ও স্থিতিশীল বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, আইনি সংস্কার ও জনসচেতনতা। ইসলামী অর্থব্যবস্থা কেবল ধর্মীয় বিধান নয়, বরং একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল যা দারিদ্র্য হ্রাস, বৈষম্য কমাতে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে পারে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি সুদমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে—যেখানে সম্পদ শুধু কয়েকজনের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে সমাজের সকল স্তরে প্রবাহিত হবে।

অধ্যায় ৭:

৭ সুপারিশ ও উপসংহার ঃ

৭.১ সুপারিশ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অস্থিরতা ও অসামঞ্জস্য দূর করতে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সম্ভাবনার আলোকে কিছু সুপারিশ দেওয়া হলো—

ক) সুদমুক্ত অর্থায়ন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও বিস্তার

- সুদ বা রিবা সম্পূর্ণরূপে পরিহার:
ঋণের ক্ষেত্রে সুদগ্রহণ ও সুদপ্রদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে আইন ও নীতিতে স্পষ্ট বিধান থাকতে হোঁগা।
- অংশগ্রহণ ভিত্তিক অর্থায়ন উৎসাহিত করা:
মুসারাকা ও মুদারাবার পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ও ঋণ দেওয়া হলে ব্যবসায় বিনিয়োগকারী ও ঋণগ্রহিতারা উভয়ই ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ করে — যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও কল্যাণে সহায়তা করে।

খ) কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুসংহতকরণ

- যাকাত ও ওয়াক্ফ ব্যবস্থার ব্যবহার:
যাকাত ও ওয়াক্ফ ব্যবস্থার কার্যকর ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা গরিব ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।
- সমাজ কল্যাণ ও আত্মনির্ভরতা:
ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় কল্যাণ ও আত্মনির্ভরতা উৎসাহিত করাই অপরিহার্য। এর অংশ হিসেবে কারিগর, কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ীদের ঋণ ও বিনিয়োগ দেওয়া উচিত।

গ) আইন ও নীতির আধুনিকীকরণ ও মানোন্নয়ন

- বিশেষ আইন ও নিয়ন্ত্রন:
ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলাদা আইন ও নিয়ন্ত্রন কাঠামো তৈরি করতে হোঁগা।

- **সমন্বয় ও স্বচ্ছতা:**

নিয়ন্ত্রন ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলে দুর্বলতা হ্রাস পাবে এবং বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস বাড়বে।

ঘ) বিশেষজ্ঞ ও ব্যবস্থাপক গড়ে তুলার

- **প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ:**

বিশেষজ্ঞ, ব্যবস্থাপক ও অর্থনীতিবিদদের ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করতে বিশেষ ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের আয়োজন অপরিহার্য।

- **বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিতে গুরুত্ব দেওয়া:**

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইসলামী অর্থ ও ব্যাংকিং এর বিশেষ বিভাগ বা কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

ঙ) সচেতনতা ও বিশ্বাস সৃষ্টি

- **জনসচেতনতা অভিযান:**

জনগণের কাছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার উপকারিতা ও কল্যাণধর্মিতা সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পৌঁছে দিতে চাইলে টেলিভিশন, রেডিও, ও সামাজিক মাধ্যমে সচেতনতা অভিযান চালানো উচিত।

- **ধারণার স্পষ্টীকরণ:**

অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সম্পর্কে ভুল বা অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা ও আলেমরা এগুলো স্পষ্ট ও সুন্দর ভাষায় ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

৭.২ উপসংহার

বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে অস্থিরতা ও অসামঞ্জস্য প্রকাশিত হয়েছে, তা সুদনির্ভর ঋণ ব্যবস্থাই অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে। ঋণের বোঝা, সুদের হার ও স্পেকুলেটিভ বিনিয়োগ অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও অসামঞ্জস্যকে ঘনীভূত করেছে। অপর দিকে, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় কল্যাণ, অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতা রয়েছে — যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যেমন গতি ও স্থিতিশীলতা দিতে পারে, ঠিক তেমনি তা দারিদ্র্য হ্রাস ও সম্পদ বণ্টনেও ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় একটা সুসম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

তবে এর বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় রয়েছে কিছু চ্যালেঞ্জ — যেমন বিশেষজ্ঞ ঘাটতি, আইন ও নীতির দুর্বলতা, বিশ্বাস ও সচেতনতার ঘাটতি — যা অতিক্রম করাই অপরিহার্য।
সংক্ষেপে বললে, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তিতে সুদমুক্ত ও কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক পরিব্েশ
গড়ে তুললে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ও সামাজিক কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি
সাধিত হতে পারে।